হে ভোজরাজ শুন। শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী নগরে সাম্রাজ্য করেন তাহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটী হইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমন করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হই লেন। সে তীর্থে যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবা লয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার এই পন এই তৈল কটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে। সুমিত্র লোকের দের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবন করিয়া মদন সঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠ

রূপ লাবন্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া
অবন্তী নগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের
সাক্ষাতে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।
রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকা
বিষ্ট হইয়া তৈল কটাহের নিকটে গিয়া
তৈল মধ্যে ঝম্প দিলেন। মদনসঞ্জীবনী ইহা
শুনিয়া তথাতে আসিয়া প্রত্যক্ষতা দেখিয়া
শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভিষেক
দ্বারায় পূর্ব্ববৎ নির্ব্রণ নির্ব্যথ শরীর করিল।
দেবাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহা
রাজ রাজার সাহস বড় গুণ তপ্ত তৈল
কটাহে প্রবিষ্ট হওয়া হইতে অধিক বা কি
সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জান
কারণ এ পণ করিয়া ছিলাম বুঝিলাম তোমার
বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হই
লাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী
হও। এরূপ নানা প্রকার প্রিয় বাক্যেতে রাজার

তাঁদৃক্ আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রী এবং এতাদৃশ রাজ সম্পত্তিতে ও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদনন্তর রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনসঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজাকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজা এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি চতুর্দ্দশী কথা।—

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা ।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহা
সন সমীপোস্থিত শ্রীভোজরাজাকে দেখিয়া
পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজা
শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে ওপযুক্ত
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহিলেন কহ সে
বৃত্তান্ত কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক
সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক
রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বি
জয় করিয়া এবং রাজ সমূহকে স্ববশীভূত
করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃ
তির সহিত সভা মধ্যে বসিয়াছেন। ইত্যব
সরে ক্রীড়া বনাধ্যক্ষরা রাজসাক্ষাৎ কারে
আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন
করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুরাজ বসন্ত

আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছেন সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমর মালা মধুপানে মত্ত হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছেন কোকিল মিথুন মধুর রব করিতেছেন। উদ্যান পালের দের এই বাক্য শ্রবন করিয়া সপরিবারে ক্রীড়াবন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন মধ্যবর্ত্তী বিচিত্র মণ্ডপ মধ্যস্থিত মনি মণ্ডিত কনকময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্য বসরে রাজার ঈর্ষাধিকারি পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতে ও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানা

বিবি ব্যধি ময় এ শরীর ও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিকি প্রীত করা জ্ঞানী জনের গুণযুক্ত নয় প্রীতে যেমন সুখদায় বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমপুরুষ ব্যতি রেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই বাক্য শ্রবন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্ম মনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি যাহা কহিলা যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রান বায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রান বায়ুর শরীর হইতে নির্গম জীবের মরন। অতএব জীবের জীবন বড়

আশ্চর্য্য মরন সহজ সাংসারিক যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরনোত্তর কাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়তে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞানর কি এ জ্ঞান নষ্ট না হইলে ও পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞান নাশয়ৎ সঙ্গ করনে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা প্রকার জ্ঞান কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতোষার্থ অষ্টলক্ষ স্বর্ন মুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপাখ্যান শুনিয়া সে দিবস উপরত হইলেন।—

ইতি পঞ্চদশী কথা।—

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা ।

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজরাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুনেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুনের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতো মধ্যে এক বিদেশি ভট্ট সাক্ষাতে গিয়া তাহার নানা প্রকার যশোবর্ণন করিয়া কহিল সকল গুনেতে গুনি এ মত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুনের আশ্রয় এবং সকল গুন বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক

দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার আস্পর্দ্ধা করিয়া দেবতা আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেই রূপে প্রতি দিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে

ব্যক্তি আত্ম সমীপস্থ লোকের দিগকে নিজ তুল্য করেন কিন্তু কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মা সমীপস্থ বৃক্ষের দিগে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়চল উত্তম সুমেরু পর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ পর্ব্বতের দিগকে রত্নময় করেন না অতএব তাঁর রত্নময়ত্ব নিরর্থক। এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাঁহার প্রত্যহ তপ্ত তৈল প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হবা মাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্ত্বিক শিরোমণি তুমি অগ্নিকুণ্ডে

নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চন্দ্র শেখর তোমার তুল্য হবে এই বিসময় দুরাগ্রহ করিয়াছিল এই প্রযুক্ত নিত্য শরীর দাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা। সে যা হওক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবী যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলাষিত বর রাজা চন্দ্র শেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহা দুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকা আরোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে

ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এ মত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজা অধোমুখ হইলেন।—

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্ত।—

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসান সমীপস্থ শ্রীভোজরাজাকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে

রাজার ধর্ম্ম বলে প্রায় সকল লোকে পুন্যোতে রত। স্ত্রী জনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেক অন্য কে জানেন না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথি সেবা পিতৃ মাতৃ রাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যানপাল রাজার সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজ কালান্তক যম তুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশ শরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারন যে রূপে

হয় তাহাতে অবধান করুন। উদ্যান পালের এই বাক্য শ্রবন করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারণার্থ বারণারোহন করিয়া আপনি একাকী গমন করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা তৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই রূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রমন করিয়া এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রানের উপায় না পাইয়া সেই বনেতে উচ্চতর এক গিরির গুহাপাষান কপাটে বদ্ধ হইয়াছিল সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ণ করিয়া গুহার মধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী হইতে নামিয়া খড়্গচর্ম্ম ধারন করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী

গুহারমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গুহা অতি বিস্তীর্ণ এক দেশের প্রায় রাজা অনেক প্রকার অন্বেষন করিয়া কোথাও শুক্রের তত্ব না পাইয়া গুহারমধ্যে ভ্রমন করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরিরমধ্যে গিয়া নারায়ন যে রূপে বলির দ্বারি হইয়াছিলেন সেই রূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার স্তব ও প্রনাম ও প্রদক্ষিন করিয়া প্রতিমার সন্মুখে কৃতাঞ্জুলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি শ্রদ্ধাতে নারায়ন সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্য দ্বয় দিয়া তাহার গুন কহিলেন। হে মহারাজ এই যে রসনামে বস্তু ইহা হইতে সাংসারিক ভোগের উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এই যে রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহা হইতে পরমার্থ উপযুক্ত যখন

যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ন প্রসাদে বস্তুদ্বয় পাইয়া সে গুহা হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব বৎ গুহারদ্বার কপাটে বন্ধ করিয়া হস্তিতে আরোহন করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতে ছেন পথিমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতা পুত্র ব্রাহ্মনদ্বয়কে দেখিয়া তাহার দের সংর্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতা পুত্র ব্রাহ্মনদ্বয়কে দিয়া স্বরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সৌর্য্য ঔদার্য্য এ রূপ ছিল তুমি যদি এই রূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবস উপরত হইলেন।—

ইতি সপ্তদশী কথা।—

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা।

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে উপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহেন। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস ঔদার্য্যাদি রাজগুন যে রূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বারি নিবেদন করিলেন। হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনিলাম উদয়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতা যত্ন আছে তদগ্র ভাগে মনি মুক্তা প্রবালাদি খচিত স্বর্ণময় সৌপানে চতুর্দ্দিগ শোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে। সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্নময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানা রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে। সূর্য্যোদয় কালাবধি মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত

সিংহাসন সহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমেং বৃদ্ধিত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল স্পর্শ করেন। মধ্যাহ্ন কালা বধি অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমেং হ্রাস হইয়া পূর্ব্ব মত সরোবরের মধ্যে থাকেন। এই মত প্রত্যহ হয় দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্য হইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হন। ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইলেন। ঐ স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসন স্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ডতর সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন। তদনন্তর শ্রী সূর্য্য দেবতা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাহস দেখিয়া

অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের শরীরে অমৃত বর্ষন করিয়া রাজাকে সচেতন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্য দেবতার অনেক স্তব করিলেন। শ্রীসূর্য্য দেবতা রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতি দিবস এক ভার পরিমিত সুবর্নদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্য্য দেবতার প্রসাদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া সন্ধ্যাসময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই ওপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এ দৃশ প্রভাব হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব না বুঝিয়া তদ্দিবসে ওপরত হইলেন। ইতি অষ্টাদশী কথা —

ঊনবিংশ তিপুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহেন। হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাঁহার মহত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগাপাদুকারোহন করিয়া দেশ ভ্রমন করিতে২ পদ্মালয় নামে পুরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয় নিকট চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন। তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত

দেখিয়াছি কিন্তু কনককূট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকট দেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচন ভার। অতএব আমি সেই দেশ হইতে পরাবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায় তবে চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতে হয় না এ শরীরের স্থিতিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় অতএব নীতি শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যোগীরদের পরস্পর কথোপকথনমধ্যে এক যোগীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালি পুরুষের বড় ভার কোন কর্ম্ম নয় এবং নীতি শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবসায়কারী লোকের দুর্লভ কিছু নয় পণ্ডিতেরদের কোন

দেশ বিদেশ নয় প্রিয়হিতবাদীজনের শত্রু কেহ নয়। ইহা কহিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া কনককুট পর্ব্বতে ঐ যোগীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। রাজা কহিলেন কেবল আপনকার সন্দর্শনার্থ। তদনন্তর যোগী শ্রীবিক্রমাদিত্যকে উত্তম রাজ লক্ষন যুক্ত পরমসাত্ত্বিক জানিয়া কন্থা। খড়িকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুন কহিলেন। হে মহারাজ কন্থা নামে যে এ দ্রব্য ইহার এই গুন বীন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিয়া এ কন্থাকে বাম হস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্য সকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খড়িকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লেখিতে পারিবে তত হইবে।

আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিণ হস্তে করিয়া যে মৃত শরীর স্পর্শ করিবে সে মৃত শরীর সজীব হইবে। আমার যোগবললব্ধ এ বস্তু ত্রয় তোমাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগীর প্রসাদ লব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া পুনাম প্রদক্ষিণ করিয়া যোগী পাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আইসেন পথিমধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমণ কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা ছিলাম আমার শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া আমার আত্মীয়বর্গের দিগে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া আমার রাজ্য দারাদি সকল আক্রমণ করিয়া লইল। সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শত্রু ভয়ে অন্য কোনহ নগর মধ্যে থাকিতে না

পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছি। আমি বড় দুঃখি আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখোক্তি এই পুরুষের শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগীর প্রসাদ লব্ধ কন্থাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমাদিত্য দত্ত দিব্য বস্তুত্রয় প্রভাবে পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্য দারাদি পরিজন প্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা বসিতেন তাঁহার ঔদার্য্য যে রূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজ রাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন।——

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা।—

বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজাকে দেখিয়া কহিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য তুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার। শুন বিক্রমাদিত্য যে রূপ ছিলেন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগর নামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখর নাম স্বপুত্রকে অত্যন্ত মূর্খ ব্যসনাবেশ চিত্ত জানিয়া কহিলেন। হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রীর সন্তান হইয়া মূর্খ হইলে পণ্ডিত লোকেরদের সহবাস শাস্ত্রানুশীলন না করিলা শাস্ত্রাভ্যাস প্রকাশিত সংস্কার সংস্কৃত বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যাকার মাত্র বস্তুত পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির

ভাবাভাব প্রযুক্ত মনুষ্যে পশু ভেদ ব্যবস্থা
রিক্ত আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক
বুদ্ধি মনুষ্য পশুর এক রূপ কিঞ্চিন্মাত্র
বিশেষ নাহি। তোমার সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল
না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এই কথা
পিতার শিক্ষার্থ ভৎসন বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রা
ভ্যাসে নিশ্চিত চিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া
সদ্গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ব্যুৎ
পন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক
নগরে দেবতা যতন দেখিলেন দেব সন্দর্শ
নার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই
থাকিলেন। সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতা যতনের
নিকটস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই
সরোবর হইতে অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গত
হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি
ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে
সরোবরের মধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্ট হই

লেন। এই মহদদ্ভুত বুদ্ধিশেখরনামা মন্ত্রী পুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিব সের পর শ্রীরাজাবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন। রাজা শুনিয়া অত্যান্ত অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেব তার তনয় নিকটে আসিয়া নিশা সময়ে মন্ত্রী পুত্র যে কথা কহিয়াছিলেন সে কথা সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুস্কর ণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্ট হবা মাত্রে রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্র মাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্ট বশে আমার দের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্যারা রাজাকে এই কথা কহিয়া পাতাল লোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রাজ্য পুরী তুমি গ্রহন কর। রাজা কহিলেন আমার রাজ্য পুরী

আছে এ রাজ্য পুরীতে আমার কি প্রয়োজন
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরীবা কার ।
কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট
সিদ্ধি এ পুরী আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার
দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি
অতএব তোমাকে পারিতোষিক অষ্ট রত্ন দি
গ্রাহন কর । এ অষ্ট রত্নের গুন এই একেতে
মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য
যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওা যায় তৃতী
য়েতে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রাপ্তি চতুর্থে দিব্য গতি
সিদ্ধ পঞ্চমে যোগ পাদুকা প্রাপ্তি ষষ্ঠে
সর্ব্ব স্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে
সন্তোষ প্রাপ্তি এই কএ অষ্ট রত্নের গুন
কহিয়া রাজাকে কন্যারা অষ্ট রত্ন দিলেন ।
রাজা ঐ অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসি
তেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা
বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া

ভিক্ষা করিলেন। হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ
অত্যন্ত দুঃখি তুমি উত্তম রাজা আমাকে
এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোন হরিষের
অসদ্ভাব থাকে না এবং সদা সুখে থাকি।
রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন
বিচার না করিয়া ঐ অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে
দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। বিংশতি
পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তোমার যদি
এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে
বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা
প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে
শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি বিংশতিতমী কথা।

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা ।—

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহা সন নিকট একবিংশতি পুত্তিকা দেখিয়া কহেন। হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসি বার ওপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাঁহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারন শ্রীবিক্র মাদিত্য যোগপাদুকারোহন করিয়া দেশ ভ্রমন করিতেং এক পুরীরমধ্যে দেবতার তলে ওত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে পুনায প্রদক্ষিন স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বি দেশী পুরুষ ঐ দেবতার তলে আসিয়া শ্রীবিক্র মাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন। হে সৎপুরুষ তোমাকে সংপুর্ন রাজলক্ষন যুক্ত দেখিতেছি

অতএব বুঝি রাজা হইবে। রাজার রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগে ওদাসীন প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজাত ধর্ম্ম ব্যতিরেক রাজ্য বিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না। বরং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্য বিষয়ক শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম বল মাত্রে রাজ্য থাকে। অতএব রাজ্য স্থিতির মোক্ষ কারণ ধর্ম্ম এই পুরুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারো ভ্রমণ কেবল ধর্ম্মার্থ তোমাতে কোনই কার্য্যার্থে প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশী পুরুষ কহেন হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বট আমাকে যে কার্য্যার্থী

করিয়া জানিয়াছ সেবাস্তব বটে। রাজা কহি
লেন কহ কি কার্য্য। পুরুষ কহেন হে মহা
রাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী
আছেন. তথাতে শৃঙ্গারাদি রস সিদ্ধির
কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর
মন্ত্র জপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না
অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা
এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করি
লেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধি না হয় ইহার
কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ
বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীল
পর্ব্বতে কামাখ্যাদেবীর আয়তনের নিকটে
আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রা কালে
কামাখ্যাদেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন
হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে
আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রস সিদ্ধির
নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতি লক্ষন যুক্ত এক পুরুষ আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রস সিদ্ধি হইবে। এই রূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনে২ বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি লক্ষন যুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থে আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্ত দ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক শিরোমনি আমি তোমার পরো পকারতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারন তোমাকে বলিদিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষত দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন

নাহি আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রস সিদ্ধি দেহ। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রস সিদ্ধি দিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধ্যান হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নবরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন: রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হইলেন।—

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা।—

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা যে তোমার ভকাণ্ড প্রত্যাসা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর। তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হবে না। এ সিংহাসনে বসিবে শুন বিক্রমাদিত্য যে রূপ হিতকারী ছিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে যাবদ্দিগ্‌দিগন্ত রাজাদিগে জয় করিয়া সর্ব্ব রাজ মণ্ডলী মুকুট মনি মণ্ডিত চরনার বিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীনা বাদ্যাদি সরে ভট্টবন্দাক প্রভৃতি যশোবর্নন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ন

চরনার বিন্দ ধ্যান নাম স্মরন করিয়া কৃত নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি রূপ প্রাতঃকৃত্য হইয়া অত্যন্ত নানা আয়ুর্ব্বের অনুশীলন করিয়া মল্ল শালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরনে ভূষিত হইয়া সহস্র২ স্বর্ন দান করিয়া ধর্ম্মমন্ত্রী কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রা বিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি শাস্ত্রানুসারে রাজ্য ব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্ন কালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগী দরিদ্র প্রভৃতিদিগে নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র জন সমভি ব্যাহারে কষায় মধুর লবন কটু তিক্ত অম্ল রূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত চর্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার পাচক সুগন্ধি দ্রব্য যুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া

বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারন করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎ কাল শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগনের সুস্বর শ্রবন করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি স্ত্রী গন সহিত বাক চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরানাদি শ্রবনোত্তর সেনাশ্ব ধনভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যা কালে বেদোক্ত নিত্য ক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকের দের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাত কার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গার রসানু ভব করিয়া অরুনোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখনি দ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এই রূপে কাল যাপন করিতেন। ইতি মধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রা কালে অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া

প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনেং বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্য ভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদার ন্যায় অনিত্য মরণোত্তর কেহ কাহারো নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ধাবদ্ধন ভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্রে ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজ ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাও। এই ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল

সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজ রাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব এ সিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজ রাজ নিবর্ত্ত হইলেন।

ইতি দ্বাবিংশতি কথা।—

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ রাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য বৈর্য্য ঔদার্য্য যে হয় সে এ সিংহাসনে বৈসে।

রাজা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ। পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শুন অবন্তি নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বনিক থাকেন তাহার চারি পুত্র। ঐ বনিক আপন মৃত্যু সময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুন নিরন্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরা ও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারেন যেমন তৃন সমূহ একত্র হইয়া দৈবি বৃষ্টি নিবারন করেন ঐ তৃনেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারন করিতে পারেন না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাষিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়ন স্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি

কলস পুতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামা নুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রেদিগকে শাসন করিয়া বৈশ্যপতি দেহ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কালান্তর বনিক পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্ব নাম চিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষন লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কেহ কহিতে পারিলেন না। এই রূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি বনিক পুত্রেরা শ্রীবিক্রমা দিত্যের সভাতে গিয়া সভ্য লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ব নিরূপন হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মন

থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতাল হইতে এক নাগ পুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ব্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর দেখিয়া গর্ব্ভ শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকার গৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজ সভাতে আসিয়া কহিলেন হেসভ্যবর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপন আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরিক্ষন করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকা পূরিত ঘট যাহার নামে ভূমি তিন তাহার। অঙ্গার পরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ

রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ ঋপাষ্ঠ ধাতুদ্রব্য তাহার। অস্থি পুরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তী ঘোটক গো মহীষি ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষ পুরিত গগরী যাহার নামে ধান্য যব গোধুম কলাই মুদ্গ চনক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগ পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্বস্ব ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপন করি-লেন। নাগ পুত্র কৃত নির্ণয় লোক পরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরন করি-লেন। কিন্তু শালবাহন আইল না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা

এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে গিয়া কহিল। রাজা বালকেরএই বাক্যে বিস্মৃত এবং কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা পতিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠান পুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজ সম্ভ্রমার্থে বিক্রমাদিত্যের নিকট আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরন করিয়া শালবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শাল বাহন স্বগৃহাবরোধন দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃ প্রভাবে স্বজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন। শালবাহন সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্য সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ করিলেন। তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ সৈন্যেরা ভগ্ন হইলেন না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা পাতাল

পুরন্দ্ নাগপুত্র আসিয়া বিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া, বিষ জ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃত সেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া বাঁচাইতে যাইতেছেন পথি মধ্যে শালবাহন প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সন্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরন কদাচ না হয়। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথি মধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্ম করনাজ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎ সাগর তরে

এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন। ইত্যবসরে পাতালনগরী হইতে বাসুকী স্বয়ং আসিয়া অমৃতবৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিত প্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবন দানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনা সহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যোন্য প্রভা অন্যোন্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপায় এতাদৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রিয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে ক্ষুণ্ণাভিলাষ হইলেন।—

ইতি ত্রিয়োবিংশতি কথা।—

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা ।

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহন নিবারন কারন শ্রীভোজ রাজাকে কহেন হে ভোজরাজা শ্রীবিক্রমা দিত্যের তুল্য প্রজা প্রতিপালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে । রাজা কহেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কিদৃশী । পুত্তলিকা কহেন শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগান পরিবেষ্ঠিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরল দেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র বক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্যপদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজা কে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসি লেন । রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন

হে পণ্ডিত তুমি কোনং শাস্ত্রে জ্ঞানবান। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানবান। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীত শাস্ত্রো লঙ্ঘন কদাচ নাহি অনীতর অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজা পীড়ন স্বপ্নেতেও নাহি পুন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মন হিংসা প্রজা কলহ নিরপরাধি দণ্ড অসত্য নিরূপন পাপ প্রবৃত্তি দেবতা প্রতিমা ভঙ্গ সাধুজন মনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহা রাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমান বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমান রোহিনী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চরগ্রহ যদি শুক্র

ক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গল ক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্র প্রমানানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারন নিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিক স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া ব্রাহ্মন দ্বারায় করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজালোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশ বানী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষনযুক্ত এক পুরুষ যদি বলিদিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশ বানী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষার্থ আপনাকে বলিদিতে উদ্যত হবা মাত্রে মেঘাধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রসন্ন হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট প্রসন্ন

হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তদবধি মানব দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজ রাজ ভগ্নাশা হইলেন।—

ইতি চতুর্ব্বিংশতি কথা।—

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহনোদ্যত ভোজরাজকে নিবারন করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য তুল্য না হইলে বসিতে পারে না। রাজা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কিদৃক